আল্লাহ কি তা'হলে টেররিষ্টদের বড় সরদার?

সাঈদ কামরান মির্জা
সেপ্টেম্বর ১৬, ২০০৫

আমেরিকান কাফেরের দেশে গজবী তোফান অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে **Hurricane** হয়ে গেল, এ যে একটা জব্বর খবর মুসলিম বিশ্বে তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। তাইত এই ভয়ঙ্কর **Hurricane** এর মহা-প্রলয়ের ধাক্কা কাফের আমেরিকার উপকুলের লাগার সাথে সাথেই আল-কাঁয়েদা লিডারগন আল-জাজিরা নামক 'টেররিষ্ট-মাউত্পিস্ ' এ ঘোষনা দিয়ে ফেলল যে আল্লাহ কাফেরদেরকে এবার শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছেন। এবার আমেরিকান কাফেররা বুঝবে ইসলামের কত মোজেজা!

ঔদিকে ইরাকে জিহাদের নেতা মুমিন মুসলিম ব্রাদার আলজারকাওয়ীত বলেই ফেললেন যে আল্লাহ সোবাহানাতায়ালা শেষ পর্যন্ত সকল জিহাদী টেররিষ্টদের প্রার্থনা কবুল করেছেন; এবার আর কাফেরদের রক্ষা নেই। এবং আল-কাঁয়েদাগন এই মহা-প্রলয়ীকারী **Hurricane katrina** কে মুমিন মুসলিমদের **বড় কমরেড** আখ্যা দিয়েছে। সারা বিশ্বে মুমিন মুসলিমগন আনন্দ এবং উল্লাস করছে এবং তারা আরও বেশি করে ঘন ঘন নামাজ পড়ছে সুক্রিয়া আদায় করার জন্য। তাঁরা একান্তই বিশ্বাস করছে যে আল্লাহ এবার নিজেই যুদ্ধের ময়দানে নেমেছেন ইসলামী টেররিষ্টদের পক্ষে। টেররিষ্টগন যেরূপ চুপি চুপি তাঁদের পবিত্র বুকে শক্তিশালী বোমা বেধে নীরিহ-নির্দোষ মানুষ হত্যা করে থাকে, ইসলামের মহাগুরু পরম করুনাময় আল্লাহও ঠিক সেভাবেই অতর্কিত হারিকেন/সাইক্লোন পাঠিয়ে নির্দোষ/নীরিহ ঘুমন্ত মানুষ হত্যা করে, মানুষের ঘরবাড়ী ভাসিয়ে নেয়—ঠিক টেররিষ্টদের মতই। তা'হলে বাধ্য হয়েই বলতে হয়—আল্লাহ তায়ালা আসলেই একজন **বড় টেররিষ্ট সর্দার!** তা'না হলে আল্লাহ এইসব ইসলামী ঘৃন্য টেররিষ্টদের পরম বন্দ্ধু হয় কি ভাবে?

বাংলাদেশে আমার এক শিক্ষিত আত্মীয়ের সঙ্গে ফোনে আলাপ হচ্ছিল ঠিক **Hurricane Katrina** ঘটে যাওয়ার ২/৩ দিন পরে। তিনি খুব খুশির আমেজেই আমাকে বল্ছিলেন—'' **এবার আমেরিকা বুঝক ঠেলা। আল্লাহ কাফেরদের কে শাস্তি দেওয়া শুরু করেছেন।**'' আমি বললাম কে বলেছে আপানাকে একথা? সে উত্তুর দিল, ''বাংলাদেশের প্রায় সকল মসজিদের ইমামগন শুক্রবার নামাজের খুতবাতে সমানে প্রচার করে যাচ্ছে যে আল্লাহ এবার কাফেরদেরকে সাইজ করা শুরু করেছেন, ইনশায়াল্লাহ।'' আজকাল বাংলাদেশের ইমামগন তাদের আরবী খুত্বাতে নাকি ঘন ঘন উচ্চারন করে যাচ্ছে **''আল-কাফিরূন, আল-ফাসিকুন,**

আল-আমেরিকা' শব্দ কয়টি। এতে স্পষ্ট করেই বুঝা যাচ্ছে যে এইসব **Sadistic** মোল্লারা আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছে **Hurricane Katrina** কে পাঠানোর জন্য। আমার আত্মীয়টি আরও বলল যে সে কাগজে পড়েছে লুজিয়ানাতে নাকি বিশ হাজার মানুষ মরেছে এবার। ইনকিলাবে আমি নিজেও পড়েছি যে বিশ হাজার 'বডিবেগ' তৈরী আছে নিউ অরলিন্‌সে। এই রাজাকার মার্ক পত্রিকাটি অনেকটা আনন্দ ও গর্ব সহ কারেই ছাপিয়েছিল এই খবরটি।

তবে এই **Sadist** মুসলিমদের আনন্দ ঠিক খুব একটা জমলনা। কারণ, এপর্জন্ত **Hurricane Katrina** (অর্থাৎ আল্লাহ র **Armed force**) এক হাজার কাফেরও মারতে পারে নাই। আসলে আল্লাহ কাফেরদেরকে নিয়ে পড়েছে মহা মুশকিলে। পরম করুনাময় বেদুইন আল্লাহ টেররিষ্টদের ন্যায় চোঁরাগুপ্তা হামলার ফন্দ্বি এটেও তেমন একটা সুবিধা করতে পারে নাই। কারণ কাফেরগন আল্লাহর কুমতলবের প্লান আগেবাগেই ধরে ফেলে এবং সকল মানুষকে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয় যে আসছে আসছে সাইক্লোন আসছে, তোফান আসছে, সবাই ভাগো তারাতারি। তাইতো আল্লাহ এতসব ফেরেশতা পাঠিয়ে মহাশক্তিশালী **Hurricane** পাঠিয়েও মাত্র এক হাজার কাফেরও তাবা করতে পারলনা। মুমিন মুসলিমরা এ দুঃখ রাখে কোথায়?

সারা পবিত্র আরব বিশ্বে এবং বাংলাদেশ সহ সকল মুসলিম দেশের মুমিন মুসলিমদের মধ্যে একটা স্বস্থির নিস্বাস বয়ে গেছে। কুয়েত এবং আরবের আরও কিছু বড় বড় মোল্লা-হুজুরগন একেবারে তাদের পবিত্র ফতোয়াই দিয়ে দিলেন যে আল্লাহ **Hurricane Katrina** কে পাঠিয়ে কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন। এর চেয়ে ভাল খবর মুমিন মুসলিদের কাছে আর কি হতে পারে? বহুদিন পর এইসব মূর্খ মোল্লাগন একটা খুব ভাল খবর পেল।

এতদিন ধরে তারা অপেক্ষা করছিল কখন আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে তলোয়ার হাতে পাঠাবেন কাফেরদেরকে সায়েস্তা করার জন্য; কিন্তূ কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। আমেরিকান কাফেরগন একের পর এক মুসলিম দেশে ডেইজী কাটারের তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল, আর পরম দয়ালু আল্লাহ কিনা বসে বসে সুধু তামাসা দেখছিল? মুমিন মুসলিমগন তাদের নামাজের প্রতি মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে দোয়া কামনা করেছে—**''হে আল্লাহ সুবাহানআল্লাহ তায়ালা, তুমি কাফের দের উপর গজব পাঠাও, তাদেরকে ধংবস কর; যেমনটি করেছিলে আমাদের পেয়ারা নবী হুজুর রসুলুল্লাহর সময়।''** আল্লহ শেষ পর্জন্ত দোয়া কবুল করলেন **Hurricane Katrina** কে পাঠিয়ে। এবার কাফেররা বুঝ্‌বে কত ধানে কত চাল!

সবচেয়ে মজার এবং অবাক কান্ড হল—গত ডিসেম্বরে যখন এই একই দয়ালু আল্লাহ তায়ালা সুনামি পাঠিয়ে প্রায় দুই লাখ মুমিন মুসলমানকে তাদের ঘুমের মধ্যেই মেরে তাবা করল, তখন সারা বিশ্বের মুমিন মুসলিমদের মুখে একেবারে তালা এটে গিয়েছিল। তখন কিন্তূ তারা এ নিয়ে তেমন কোন উচ্চ-বাচ্য করে নাই

মোটেই। আমদের বাঙ্গালি মুমিন-মোল্লাগন একেবারে চুপ্‌সে গিয়েছিল এবং টুশব্দটিও করে নাই। ভাবখানা সুনামিতে তেমন কিছুই হয় নাই।

এই সুনামির পরেই আমি বাংলা দেশে গিয়েছিলাম। আর্শ্চয্য কান্ড কারও মুখেই এই সুনামি কথা আলোচনা হচ্ছিল না মোটেই। এক শিক্ষিত মোল্লাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আল্লাহ যদি পরম করুনাময় হন, তা'হলে কিভাবে এরুপ ভয়ংকর সুনামী দিতে পারে তৃতীয় বিশ্বের কিছু গরীব মানুষের উপর? তা'ছাড়া সুনামী **Victims** দের মধ্য ৯০% হল মুসলিম। এটা আল্লাহ কেন করলেন? বাঙ্গালি মোল্লার সোজা উত্তুর। আল্লাহ কখনো কখনো মুমিন মুসলিমদের বিশ্বাসকে একটু ঝালিয়ে দেখেন। অর্থাৎ মুমিনদের বিশ্বাস খাটি কিনা তাহা পরিক্ষা করে দেখেন। অর্থাৎ, মুসলিমদের ঘাড়ে পড়লে তা'হয়ে যায় ইমান পরিক্ষা; আর কাফেরদের উপর পড়লে তা'হয়ে যায় আল্লাহর গজব! মুসলিম মোল্লারা হল বিশ্বের সেরা মিথ্যাবাদী, **Sadistic** এবং প্রাতরনাকারী মোনাফেক। এদেরকে সভ্য মানুষ বলাও ঠিক নয়।

আমেরিকাতে **Hurricane Katrina** হওয়ার পর মুসলিম মোল্লাদের এবং জেহাদিদের দিলে বেশ জোশ এসে গেছে। তাইত আজ ইরাকে আল-কাঁয়েদা জিহাদীগন নির্বিচারে অসহায় সিবিলিয়ান হত্যা করে যাচ্ছে। ইরাকে টেররিষ্টরা দ্বিগুন জোসে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে কিন্তূ বিশ্বের একটি মুসলিম দেশও কোন উচ্চবাচ্য করছে না; কোন মুসলিম গ্রুপও এ নিয়ে কোন কথাই বলছে না। বরংচ তাঁরা ভেতরে ভেতরে বেশ আনন্দ বোধ করছে এ ভেবে যে আমেরিকান কাফেরগন বেশ বেকায়দায় আছে। এ যেন নিজের নাঁক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা আর কি!

৯/১১ আমেরিকার প্রাপ্য, অর্থাৎ আমেরিকার পাপের শাস্তি একথাত আমরা কতবার শুনেছি। সুধু যে কিছু মূর্খ মোল্লাদের মুখে একথ শুনেছি ঠিক তা'নয়; অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রি ওয়ালা মুমিন মুসলিমের মুখেও শুনেছি এসব মূর্খের প্রলাপ। এবার শুনা গেল **Hurricane Katrina** কেও নাকি পরম দয়ালু আল্লাহ পাঠিয়েছেন কাফেরদেরকে চুবিয়ে মারার জন্য।

এইসব মূর্খদেরকে কে বুঝাবে যে প্রকৃতির নিয়মে যেখানে সমুদ্রের পানি, বাতাস এবং সুর্যের উত্তাপ আছে সেখানে তুফান-সাইক্লোন-টর্নেডো হবেই; আর যেখানে পাহাড়-পর্বত আছে সেখানে **Snow storm, earthquake and volcanic erruption** হবেই? বঙ্গপ সাগরের বা আরব সাগরের উপকুলে কি **Snow storm** হতে কেউ কখনো দেখেছে? অথবা, হিমালয়ের পাদদেশে কি কখনো সাইক্লোন হয়; নাকি **Snow storm** হয়? আর যে আল্লহ নামক তথাকথিত সৃষ্টিকর্তা ঘুমন্ত মানুষের উপর সুনামি পাঠায় তাকে কি কোন পাগল ছাড়া উপাসনা করে? এইরূপ ঘাতক আল্লাহকে উপাসনা না করে ভাঙ্গা ঝাড়ু দিয়ে পেটানো প্রয়োজন বলেই মনে হয় না কি?

এইসব মানুষ নামক মুসলিম-মোল্লারা আসলে ঠিক মানুষ নয়; তাঁরা হল মানুষরূপি অজ্ঞ 'রবট'। তাঁদের মাথায় মগজ এবং চোঁখ দুটিই অকেজো হয়ে গেছে ইসলাম নামক আরব্য কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা চোখ থেকেও অন্দ্ধ এবং মগজ থেকেও রবট হয়ে গেছে সুধু বেহেশতের হুর-পরীদের কথা চিন্তা করতে করতে। তারা ঠিক একটি দুর্বল শিশুর ন্যায়; দুর্বল শিশু তার শত্রুর বিরোধ্যে সবসময় গায়েবী গজব কামনা করে থাকে। মুসলিমরাও দুর্বল শিশুর ন্যায়, অমুসলিম নামক মানুষদের জন্য সুধুই বদ-দোয়া ছাড়া আর কিছুই করার শক্তি নেই। তাদের কাছে বিশ্বের সেরা শত্রু এবং নষ্টের মুল হল ইহুদি আর আমেরিকা। তাই তারা সদাসর্বদা বেদুইন আল্লাহ নামক **একজন ভংকর ঘাতকের** কাছে প্রার্থনা করছে কাফেরদেরকে মহা শাস্তি দেবার জন্য। আসলে এসব কিন্তূ মুসলিমগন পবিত্র কোরান থেকেই শিখেছে। কোরানে স্বয়ং আল্লাহ বহুবার তার শত্রু আরব প্যাগান কাফেরদের জন্য চন্দ্র, নক্ষত্র, সুর্য এবং বাতাসের কাছে প্রার্থনা করেছে গজব নাজিল করার জন্য। মুসলিমগনও ঠিক তাই করছে।

পরিশেষে ভাবতে হয় এইসব মোনাফেক, অজ্ঞ মুছলমানদের আজব **Conspiracy theory** এবং **Sadistic pleasure** নিয়ে আমরা হাসি-ঠাট্টা করছি বটে; কিন্তূ একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে এদের কথা বা চিন্তা কত ভয়ংকর এবং কি নিদারুনভাবে নিষ্ঠুর এই মানুষ গুলো। **WTC** এর নিষ্ঠুর ঘটনা নিয়ে আজব ইসলামী থিওরী তৈরী করে সভ্যজগতের মানুষকে সুধু হাসায়নি; তারা তিন হাজার নির্দোষ মানুষের মৃত্যূ নিয়ে ঠাট্টা করেছে, **Insult** করেছে। এইসব আজব এবং অবাস্তব থিওরী সৃষ্টি করে মুসলিমগন আবারও প্রমান করেছে তারা মানুষ নয়, পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর এবং নিকৃষ্ট জীব মাত্র। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম গুনও অনুপস্তিত। তারা সারা দুনিয়ার মানুষকে বেকুব মনে করছে যে তাদের এই অসভ্য থিওরী সভ্য মানুষ বিশ্বাস করবে। তারা হয়তো বা বোকার স্বর্গেই বাস করছে। হাবিয়া দোজক হয়তো বা তাদের জন্যই তৈরী আছে।